জ্ঞানচর্চার সোপান : রণজিৎ গুহ

সুজাতা মুখোপাধ্যায়

২০২৩ সালের ২৮শে এপ্রিল। জন্মের শতবর্ষ পূর্তির মাত্র দিন পঁচিশ আগে আমরা হারালাম এক কিংবদন্তি ঐতিহাসিক, প্রথিতযশা অধ্যাপক, 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ' এর পথিকৃৎ রণজিৎ গুহকে।

তবে শুধু এই ক'টি শব্দবন্ধে রণজিৎ গুহকে বর্ণনা করা বোধহয় সমীচীন নয়।

বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালের তখনকার বাখরগঞ্জের সিদ্ধকাটি গ্রামে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন রাধিকারঞ্জন গুহ এবং তাঁর পরিবার ছিল ছোটখাট ভূস্বামী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়েছিল। সম্ভবত ১৯৩৪ সালে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশন-এ। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক হবার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেছিলেন। যতদূর জানা যায় ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রণজিৎ গুহ ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। ১৯৪৭-এ তিনি প্যারিসে বিশ্ব ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এরপরে ৬ বছর তিনি ইউরোপ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি বিদ্যাসাগর ও চন্দননগর কলেজে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। শিক্ষকতা ছাড়াও 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ে লেখালেখি করছিলেন।

বিখ্যাত অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিয় ছাত্র রণজিৎকে ডেকে নিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্যে। ১৯৫৮-৫৯ সালে তিনি পড়ালেন যাদবপুরে। পরবর্তী তিন বছর অর্থাৎ ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত তিনি পড়িয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর পরে সুদীর্ঘ পনেরো বছর তিনি শিক্ষকতা করেছিলেন সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়াতে। সাসেক্সে তাঁর পরিচয় হয়েছিল পরবর্তীকালে তাঁর পত্নী Mechthild এর সঙ্গে। সাসেক্সে তাঁর অসামান্য ক্লাসগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও মৌলিক বিশ্লেষণের জন্য স্মরণীয় হয়ে উঠত। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তিনি কর্মরত ছিলেন।

১৯৬৩-তে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'এ রুল অফ প্রপার্টি ফর বেঙ্গল'। অনেক দিক থেকে এই গ্রন্থ ছিল অত্যন্ত অভিনব। বাংলায় ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের নেতৃত্বে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রশাসনিক প্রয়োজনের তাগিদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেছিল। জমিদারদের সঙ্গে চিরকালীন সময়ের জন্য রাজস্ব আদায়ের চুক্তি করা হয়েছিল। রণজিৎ গুহ তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে বিদেশি শাসকরা ফ্রান্সের ফিজিওক্রাটদের ধারণাকে ভারতের গ্রামাঞ্চলে পরিবর্তনের

জন্য গ্রহণ করেছিলেন। এখানে তিনি বাংলার কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তনের একটি অবিস্মরণীয় বৌদ্ধিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন যা সমসাময়িক অন্যান্য বিশ্লেষণ থেকে ভিন্ন তাৎপর্য বহন করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ে পূর্বের লেখালেখি ব্রিটিশ তথ্যসূত্র নির্ভর ছিল। রণজিৎ গুহের বইটির বৈশিষ্ট্য হল যে ফরাসি তথ্য, তাত্ত্বিক লেখালেখি বিষয়ে তাঁর অগাধ ও গভীর জ্ঞান এখানে বিধৃত আছে।

সমর সেন সম্পাদিত ফ্রন্টিয়ার নামক ইংরাজি পত্রিকায় ১৯৭০-এর দশকে প্রকাশিত রণজিৎ গুহের লেখা পাঠকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছিল। বিশেষতঃ ইন্দিরা গান্ধীর আমলের জরুরি অবস্থার কড়া সমালোচনা বহুপঠিত ও সমাদৃত।

১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল রণজিৎ গুহের অন্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India। ভারতবর্ষের কৃষক বিদ্রোহ, কৃষক চেতনা এইসব ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ঠিক এক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল রণজিৎ গুহের সম্পাদনায় কৃতি তরুণ গবেষকদের প্রবন্ধমালার সঙ্কলন 'Subaltern Studies 1 : Writings on South Asian History and Society'। Subaltern Series এর পরপর প্রকাশিত খণ্ডগুলি ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের বা এশিয়ার সমাজবিজ্ঞান চর্চার গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের নানা দেশে এটি বহু আলোচিত ও অনুসৃত।

১৯৮৩ সালে কলকাতায় 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম অধিবেশন হয়েছিল সায়েন্স কলেজে। এই চিন্তার অনুসরণকারীদের মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, শাহীদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড, ডেভিড হার্ডিমান, সুদীপ্ত কবিরাজ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাছাড়া গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এই ভাবনার সঙ্গী ছিলেন। সুমিত সরকার এবং রামচন্দ্র গুহ কিছুকাল এই চিন্তার অনুসারি হয়েছিলেন। ১৯৮২-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে রণজিৎ গুহর প্রদত্ত বক্তৃতা এক্ষণ পত্রিকায় 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' শিরোনামে ছাপা হয়েছিল। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৫-তে নিম্নবর্গের পারিভাষিক পরিচয় দিয়ে এক্ষণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। Subaltern শব্দের অর্থ নিম্নে অবস্থানকারী বা অধস্তন। সামরিক সংগঠনে ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের Subaltern বলা হয়। Antonio Gramsci রচিত Prison Notebook-এ এর ব্যবহার আছে। Gramsci উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন subaltern শ্রমিকশ্রেণী ও বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী hegemonic বা পুঁজিপতি শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে যেখানে সামাজিক কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রক্রিয়ার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। Gramsci পুঁজিবাদী সমাজ ছাড়াও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্য পর্বেও dominant শ্রেণী ও Subaltern শ্রেণীর সম্পর্কের বিষয়টির কথা বলেছেন।

গ্রামশির লেখায় সাব-অলটার্ন চেতনার সীমাবদ্ধতার কথা প্রাধান্য পেলেও এই চেতনার পৃথক অভিব্যক্তির সম্ভাবনার কথাও আছে। রণজিৎ গুহ সাব-অলটার্নের বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন নিম্নবর্গ। এই ঘরানার ঐতিহাসিকদের আলোচনায় ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই ধারণার প্রয়োগ এবং সম্প্রসারণ করা হয়েছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ম্যানিফেস্টো বলে অভিহিত রণজিৎ গুহের একটি ছোট প্রবন্ধে, যা সাব-অলটার্ন স্টাডিজ প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি লিখেছিলেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস রচনায় দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে আসছে। এই দুই ধারার ইতিহাসচর্চার বিরোধিতার পথ ধরে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা আর কর্মসূচি নির্ধারিত হয়েছিল, ঔপনিবেশিক এবং দেশীয় উচ্চবর্গের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির সঙ্গে

নিম্নবর্গীয় রাজনীতির পার্থক্যের বিশ্লেষণ ও নিম্নবর্গীয় চেতনার নিজস্বতার আলোচনা। রণজিৎ গুহ তাঁর গ্রন্থ Elementary Aspects of Peasant Insurgency এবং সাব-অলটার্ন গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রবক্তারা তাঁদের প্রবন্ধমালা ও গ্রন্থে এই দিকে আলোকপাত করেছিলেন। প্রথম দিকে সবার গবেষণার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসের অনুসন্ধান করে কৃষক চেতনার পরিচয় দেবার চেষ্টা। প্রশ্ন করা যায় যে এর আগে কেউ কি নিম্নবর্গের মানুষের কণ্ঠস্বর সন্ধানে লিপ্ত হননি? নিশ্চয়ই হয়েছিলেন। হিতেশরঞ্জন সান্যালের অসাধারণ বই 'স্বরাজের পথে' যেখানে গ্রাম-গঞ্জের মানুষরা স্বরাজ বলতে কী বুঝেছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্ব ইউরোপে সত্তর দশকে 'হিস্ট্রি ফ্রম দি বিলো' বা তল থেকে দেখা ইতিহাসচর্চার ধারার উদ্ভব ঘটেছিল। এর থেকে সাব-অলটার্ন গোষ্ঠী অনেক কিছু শিখেছিলেন। তবে দুইয়ের মধ্যে তফাৎ ছিল না বললে ভুল হবে।

ব্রিটিশ শ্রমিকেরা তাঁদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়ার জন্য লেখাপত্র কিছু রেখে গেছেন কিন্তু ভারতীয় শ্রমিক এবং কৃষকের মৌলিক প্রকৃত কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। ভারতীয় সাবঅলটার্ন কণ্ঠস্বরগুলো খুঁজে পেতে সাবঅলটার্ন স্টাডিজের চর্চাকারীদের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়েছিল। পুরনো প্রামাণ্য নথিগুলোর বয়ানকে ''স্বভাবগত কাঠামোর উল্টোদিক'' থেকে নতুনভাবে পাঠ করতে হয়েছিল।

সাবঅলটার্ন স্টাডিজ প্রকল্প নিঃসন্দেহে মার্ক্সবাদ, উত্তর-কাঠামোবাদ, উত্তর-আধুনিকতাবাদ, গ্রামসি এবং ফুকো, ভারত ও পশ্চিমের আধুনিকতা, আর্কাইভাল গবেষণা এবং পাঠ্য সমালোচনার সংমিশ্রণে পোস্টকলোনিয়াল সমালোচনা হিসাবে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। ধীরে ধীরে সাব-অলটার্ন স্টাডিজে প্রকাশিত গবেষণাগুলিতে নতুন প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল। সাবঅলটার্ন স্টাডিজ-এর প্রবক্তারা নিম্নবর্গের প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ক অনুসন্ধান ছাড়া নিম্নবর্গকে রিপ্রেজেন্ট করা অর্থাৎ প্রদর্শন করা আর প্রতিনিধিত্ব করা এই বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলেন। প্রচলিত ইতিহাসচর্চা এবং সমাজবিজ্ঞানের চর্চার বহু রকম বিষয় নিয়ে 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুন নতুন অনুসন্ধানের পথ আবিষ্কৃত হচ্ছিল। গবেষণার পদ্ধতিও অনেক ক্ষেত্রে বদলে যাচ্ছিল।

সাব-অলটার্ন স্টাডিজের ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হবার পরে ১৯৮৯-এ গুহ সম্পাদনার কাজ থেকে সরে দাঁড়ালেন। ২০১২ সালে এ গোষ্ঠীর প্রকাশনা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ' আর বের হবে না। তিন দশক ধরে কাজ করার পর এ গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়া উচিত মনে করেছেন প্রধান তাত্ত্বিকরা। প্রত্যেকে এখন তাঁদের নিজের মতো করে কাজ করছেন।

বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি রণজিৎ গুহের ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। জীবনের শেষের দিকে তিনি বাংলা ভাষায় বহু ধরনের লেখালেখি করেছিলেন। 'নাম ও সর্বনাম' (আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত), 'ছয় ঋতুর গান', 'প্রেম না প্রতারণা' তাঁর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে পড়ে। তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত বই প্রবন্ধ সংকলন 'সাহিত্যের সত্য', সম্পাদনা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ২০২৩-এ প্রকাশিত (অনুষ্টুপ)।

David Hardiman ভারতবর্ষে পি এইচ ডির গবেষণার কাজে এসে যখন গুহের সঙ্গে দেখা ও আলোচনা করছিলেন গুহ তাঁকে বলেছিলেন গুজরাটি ভাষা ও সাহিত্য ভালভাবে চর্চা করে জনগণের ইতিহাস রচনা করতে। Hardiman-কে গুহ বলেছিলেন যে তাঁর লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা "a whole new school of Indian History at Sussex to challenge the existing clusters in Oxford and Cambridge – which he said were still producing history in a nineteenth-century mode."

Subaltern Studies গোষ্ঠীর প্রধান উদ্যোক্তা গুহ ও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত সবাই সমাজবিজ্ঞান চর্চায় অবিস্মরণীয় এবং মূল্যবান অবদান রেখেছেন। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্ম, বর্ণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিশ্বব্যাপী এ জ্ঞানকাণ্ডের প্রভাব এখনও বহাল। সুচারু লিখনশৈলীর বিষয়ে রণজিতের মত প্রণিধানযোগ্য। ঐতিহাসিক শাহীদ আমিনের বক্তব্য উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শাহীদ আমিন স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন কিভাবে রণজিৎ গুহের সঙ্গে আলাপচারিতা তাঁকে গবেষণার কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন রণজিৎ গুহকে শাহিদ আমিন তাঁর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন রণজিৎ সেটি খুঁটিয়ে পড়ে তিন পৃষ্ঠা জুড়ে বক্তব্য লিখে পাঠিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকের লিখনশৈলীর বিষয়ে রণজিতের গুরুত্বপূর্ণ মত ছিল যে শব্দ-ভারাক্রান্ত এবং অতিরিক্ত বড় বাক্য লেখা পরিহার করা দরকার। পাঠককে অন্তঃসারশূন্য বক্তব্য ও ছদ্মপাণ্ডিত্যের দেখনদারির সাহায্য নিয়ে ভারাক্রান্ত না করার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

চিঠির শেষে লিখেছিলেন:

> "I do think it is necessary to introduce in our work concepts…which can add rigour to the writing of history. In fact, I am sick of the cult of comfortable prose, the one that flows like sugarcane juice, and makes up Indian historiography the feeding bottle on which to suck infantile academic minds and put them gently to sleep…No, I am not asking you to indulge in comfortable prose…We do need conceptual rigour…But however rigorous the thinking, hence the writing, it can hardly dispense with the need for lucidity."

জ্ঞানচর্চার বিবিধ ক্ষেত্রে রণজিৎ গুহের মৌলিক প্রতিভার বিচ্ছুরণ, অনায়াস সাবলীল বিচরণ, অন্যদের অনুপ্রাণিত করার শক্তি এই সবকিছু অপার বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রণজিৎ গুহের মতো অসাধারণ মৌলিক চিন্তাভাবনা ও প্রজ্ঞার অধিকারী, সুলেখক, সৃজনশীল, অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তির চলে যাওয়া সমগ্র বৌদ্ধিক জগতের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সুজাতা মুখোপাধ্যায় : প্রাবন্ধিক এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।